# কী কী কাজে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করা যায়

Digital Literacy Center

তুমিও দেখি সারাক্ষণ মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকো? কোনো কাজ কর্ম নেই নাকি

যেটা বুঝো না সেটা নিয়ে কথা বলো না। তুমি জানো মোবাইল বা বর্তমানের আধুনিক ডিজিটাল ডিভাইস দিয়ে কত কাজ করা যায়?

তাই নাকি?

হ্যাঁ। ডিজিটাল ডিভাইসগুলোর ব্যবহারের পরিধি সুবিশাল।

যোগাযোগ করা থেকে শুরু করে বিশ্বের অসমাধানকৃত বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধান বের করা সম্ভব এই ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে।

কী কী কাজে ব্যবহার করা যায় শুনি?

ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে যেকোনো সময়ে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব।

যেমন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই কথা বলা এবং বার্তা প্রেরণ করতে পারি।

শুধুমাত্র কথা বলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না,

ডিজিটাল ডিভাইসে ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে (যেমন- ভাইবার, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার ইত্যাদিতে) ভিডিও কল বা সরাসরি কথাপোকথন সম্ভব।

আবার বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার (যেমন- ফেসবুক, টুইটার) করা সম্ভব।

এছাড়াও ডিজিটাল ডিভাইসে ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে ইমেইল, ছবি, ভিডিও বা যেকোনো ফাইল প্রেরণ করা যায়।

হ্যাঁ
এই সুবিধা আছে।
এছাড়া?

এছাড়া ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে ছেলে মেয়েরা ঘরে বসেই বিভিন্ন শিক্ষামূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।

যেমন মোবাইল বা ল্যাপটপের মাধ্যমে শিক্ষামূলক খান একাডেমী কিভস, লিংগো কিভস, টেন মিনিট স্কুলসহ বিভিন্ন অ্যাপ ব্যবহার করা যায়।

তারপর বিভিন্ন অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণ করা যায়।

গুগল মিট, জুম, ক্লাসরুমসহ বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে শিক্ষামূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য মোবাইল ফোন বা ডেস্কটপ /ল্যাপটপ দরকার পড়ে।

তারপর ধরো যেকোনো ধরনের তথ্য অনুসন্ধানে ইন্টারনেটে সংযুক্ত করা একটি ডিজিটাল ডিভাইস দরকার হয়।

এসব ছাড়াও বর্তমানে বিভিন্ন চাকরির আবেদন, ফরম পূরণ অনলাইনের মাধ্যমেই সম্পন্ন হচ্ছে ।

ভালো তো!
আর কোন কোন
কাজে লাগে?

কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা থেকে শুরু করে ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিভিন্ন কাজকে আরও বেশি দ্রুততা এবং দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহারের মাধ্যমে।

যেমন ধরো টেলিকনফারেন্সিং ও ভিডিও কনফারেন্সিংসহ বিভিন্ন ধরনের অফিশিয়াল কাজের জন্য ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ প্রয়োজন।

এছাড়াও নিজস্ব কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি যেমন ফ্রিল্যান্সিং করতে ডিজিটাল ডিভাইস বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দারুন তো।
আর আছে?

আছে মানে বলে শেষ করা যাবে না।

যেমন ধরো ইন্টারনেট সংযোগে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে তুমি সারা বিশ্বের মানচিত্র একটি ছোট স্ক্রিনে আনতে পারবে।

ফলে যে কোনো জায়গায় যাওয়া আমাদের জন্য অনেক বেশি সহজ হয়ে গেছে।

তারপর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজের সাথে সাথে ডিজিটাল ডিভাইস বিনোদনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে।

আসলেই ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে অনেক কাজ করা সম্ভব।

একটা ধন্যবাদও তো দিলা না।

ধন্যবাদ দিয়ে কী হবে?
তোমাকে এক কাপ চা করে দিচ্ছি।